মিতু তিতুর টাইম মেশিন

মিতু হচ্ছে বড় বোন আর তিতু হচ্ছে ছোট ভাই। তবে তারা দুজনেই খুব ছোট আর তাদের বয়স খুব কাছাকাছি। দুইজনের মাঝে খুব ভাব, তারা একসাথে দুষ্টুমি করে, একসাথে খেলে আবার মাঝে মাঝে নিজেরা নিজেরা একটু আধটু ঝগড়াও করে ফেলে। ঝগড়া করে ফেললেও দুজনের ভেতর আবার খুব তাড়াতাড়ি ভাব হয়ে যায়।

সেদিন মিতু তাদের ঘরে বড় একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স রেখে কী যেন করছিল, তখন তিতু এসে বলল, "আপু, তুমি এই বাক্স দিয়ে কী কর?"

মিতু বলল, "ধুর বোকা। এটা বাক্স না, এটা হচ্ছে টাইম মেশিন।"

তিতু বলল, "টাইম মেশিন? সেটা আবার কী?"

"টাইম মেশিন দিয়ে লক্ষ লক্ষ বছর আগে যাওয়া যায়।"

"তুমি কেন লক্ষ লক্ষ বছর আগে যেতে চাও?"

মিতু তখন তাকে একটা বই দেখালো। বলল, "এই যে এই বইটা ডাইনোসর নিয়ে লেখা। এই বইয়ে লেখা আছে লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে নাকী ডাইনোসর ছিল। সেগুলো নাকী বড় বড় বিল্ডিংয়ের সমান বড় ছিল।"

তিতু অবাক হয়ে বলল, "সত্যি?"

মিতু বলল, "আমার তো মোটেই বিশ্বাস হয় না। সেই জন্যেই তো টাইম মেশিনে করে নিজের চোখে দেখতে যাচ্ছি।"

তিতু বলল, "আমাকে নেবে আপু?"

মিতু তিতুর দিকে তাকিয়ে বলল, "নিতে পারি। কিন্তু কোনো দুষ্টুমি করতে পারবি না।"

"করব না আপু।"

"আমার কথা শুনতে হবে কিন্তু। এদিক সেদিক চলে যাবি না, তাহলে কিন্তু তোকে রেখে আমি চলে আসব।"

তিতু মাথা নেড়ে বলল, "না, না, আমি এদিক সেদিক চলে যাব না।"

"ঠিক আছে, তাহলে টাইম মেশিনে উঠে বস।"

তিতু তখন কার্ডবোর্ডের বাক্সটার ভিতরে ঢুকে বসল। মিতুও তখন একটা বালিশ নিয়ে তিতুর পাশে বসল।

তিতু জিজ্ঞেস করল, "আপু, তুমি বালিশটা কেন নিয়েছ?

মিতু বলল, "ধূর বোকা। এটা বালিশ না, এটা হচ্ছে একটা মারাত্মক অস্ত্র। কোনো ডাইনোসর যদি আমাদের কামড় দিতে চায় তাহলে এই মারাত্মক অস্ত্রটা দিয়ে তার মাথার মাঝে ধুম ধুম করে বাড়ি দেব।"

তিতু ভয়ে ভয়ে বলল, "ডাইনোসর কী কামড় দেয়?"

মিতু বলল, "ডাইনোসরের বইয়ে লেখা আছে সবচেয়ে ভয়ংকর ডাইনোসর হচ্ছে টি-রেক্স। সেটা নাকী কামড় দেয়। আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে।"

তিতু মাথা নাড়ল, বলল, "সাবধানে থাকব আপু।"

কার্ডবোর্ডের বাক্সের ভিতর বসে মিতু এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, “রেডী?”

তিতু বলল, “রেডী।”

মিতু তখন টাইম মেশিনের সুইচ টিপে দিল। সাথে সাথে ভয়ংকর গর্জন করে মিতু তিতুর টাইম মেশিন চালু হয়ে গেল। টাইম মেশিনের পিছন থেকে লাল আগুন আর কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। টাইম মেশিনটা থর থর করে কাঁপতে থাকে, তারপরে শন শন করে ঘুরপাক খেতে থাকে। ঘরের ভেতর সবকিছু ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে। মিতু আর তিতুর মনে হল তারাও বুঝি ছিটকে বের হয়ে যাবে, তাই তারা শক্ত করে টাইম মেশিনটা ধরে রাখে। প্রচণ্ড শব্দে মিতু আর তিতুর মনে হলো তাদের কানের পর্দা বুঝি ফেটে যাবে, তারা দুই হাত দিয়ে তাদের কান ধরে রাখল। তাদের মনে হল সামনে একটা সুড়ুঙ আর টাইম মেশিনটা ঘুরপাক খেতে খেতে সেই সুড়ুঙের ভেতর ঢুকে গেছে। মিতু আর তিতুর মনে হল তারা বুঝি পড়ে যাচ্ছে, চারপাশে আলোর ঝলকানি, ভয় পেয়ে তারা চোখ বন্ধ করে চিৎকার করতে থাকে তখন হঠাৎ করে সবকিছু শান্ড় হয়ে গেল। কোথাও কোনো শব্দ নেই, টাইম মেশিনটাও আর কাঁপছে না।

মিতু আর তিতু ভয়ে ভয়ে চোখ খুলল। তিতু জিজ্ঞেস করল, "আমরা কোথায় এসেছি আপু?"
মিতু টাইম মেশিনের প্যানেলের দিকে তাকিয়ে বলল, "পনেরো কোটি তেত্রিশ লক্ষ দুই হাজার বছর আগে।"

মিতু মাথা ঘুরিয়ে চারিদিকে তাকাল, নিচের দিকে তাকিয়ে সে দেখল একটা অনেক বড় খোলা জায়গা। সেখানে ছোট বড় অনেকগুলো ডাইনোসর ঘুরে বেড়াচ্ছে। মিতু বলল, "আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি, তিতু তাকিয়ে দেখে নিচে কতো ডাইনোসর।"

তিতু নিচে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো। সত্যি সত্যি অনেকগুলো ডাইনোসর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কয়েকটা ডাইনোসর ছোট, কয়েকটা অনেক বড়। বড় বড় ডাইনোসরগুলোর বিশাল লম্বা গলা, বিশাল লম্বা লেজ। লম্বা গলা দিয়ে সেগুলো একেবারে বিশাল বিশাল গাছের মাথা থেকে পাতা ছিড়ে ছিড়ে খাচ্ছে। ছোট ছোট ডাইনোসরগুলো দুষ্টু ছেলের মত এদিক সেদিক দৌড়াদৌড়ি করছে। তিড়িং বিড়িং করে লাফ দিচ্ছে। একপাশে বিশাল একটা হ্রদ, সেখানে আরো বিশাল একটা ডাইনোসর আরামে গা ডুবিয়ে শুয়ে আছে।

মিতু বলল, "আয় নিচে নামি। একেবারে কাছ থেকে দেখি।"

তিতু বলল, "আমাদের কামড় দিবে না তো?"

মিতু বলল, "কামড় কেন দেবে? আমরা তো তাদের ডিস্টার্ব করব না।"

মিতু তখন তার টাইম মেশিনটা চালিয়ে নীচে নেমে এলো। অনেক বড় একটা গাছের নিচে টাইম মেশিনটা থামিয়ে তারা সেখান থেকে নামল।

তিতু জিজ্ঞেস করল, "মারাত্মক অস্ত্রটা কী নেব আপু?"

"উহুঁ। দরকার নেই। কিন্তু বইটা নিয়ে নিই। এখানে সব ডাইনোসরের ছবি আছে, সেটা দেখে কোনটার কী নাম সেটা বলতে পারব।"

তারপর মিতু আর তিতু বইটা হাতে নিয়ে হেঁটে হেঁটে যেতে থাকে। একটু হাঁটতেই তারা হঠাৎ ভীষণ গর্জন আর হুটেপুটি শুনতে পেল। তিতু ভয় পেয়ে বলল, "ওটা কিসের শব্দ মিতু আপু?"

মিতু বলল, "মনে হচ্ছে দুটো ডাইনোসর মারামারি করছে। আয় গিয়ে দেখি।"

তিতু বলল, "আমার ভয় করছে আপু।"

মিতু বলল, "ধূর। ভয় কিসের?"

তারপর তারা দুজন যেদিক থেকে শব্দ আসছে সেদিকে হেঁটে গেল। একটু কাছে গিয়ে দেখল সত্যি সত্যি দুটো হাতীর চাইতেও বড় ডাইনোসর, তাদের এত মোটা মোটা দুটো শিং একটা আরেকটার সাথে মারামারি করছে। দূর থেকে এসে একটা শিং দিয়ে আরেকটাকে টুঁশ দেয় তখন সেটা উল্টে পড়ে যায়। সোজা হয়ে উঠে তখন সেটা আরো জোরে অন্যটাকে টুঁশ দেয় তখন সেটাও উল্টে পড়ে যায়। তারপর একটার শিং অন্যটার সাথে লাগিয়ে ঠেলাঠেলি করতে থাকে। দুটোর গায়েই সমান জোর তাই কেউ কাউকে ঠেলে ফেলতে পারে না। মুখ দিয়ে জোরে জোরে শব্দ করতে থাকে, মনে হয় গলার জোর দিয়ে একটা আরেকটাকে হারিয়ে দেবে।

মিতু তার বইটা খুলে ডাইনোসোরের ছবি বের করে সেই ছবির সাথে মিলিয়ে বলল,

"এই ডাইনোসরটার নাম হচ্ছে ট্রাইসেরাটপ।"

তিতু বলল, "ট্রাইসেরাটপের মাথায় মনে হয় খুব বেশি বুদ্ধি নাই।"

"কেন?"

"দেখছ না, শুধু শুধু মারামারি করছে।"

মিতু বলল, "ঠিকই বলেছিস। আয় অন্য কিছু দেখি।"

তিতু বলল, "চল আপু।" তারপর দুজন অন্যদিকে হাঁটতে থাকে।

হেঁটে হেঁটে তারা খোলা একটা জায়গায় এসে হাজির হল। মাঝে মাঝে এক দুইটা বড় বড় গাছ। সেই খোলা জায়গায় তারা দেখে বিশাল বড় একটা ডাইনোসর, ডাইনোসোরটার অনেক লম্বা একটা গলা আর অনেক লম্বা একটা লেজ। ডাইনোসোরটার একেকটা পা হচ্ছে বড় বটগাছের গুড়ি থেকেও মোটা। সেই ডাইনোসর তার চার পায়ের উপর ভর দিয়ে আপন মনে বড় একটা গাছের একেবারে উপর থেকে কচি কচি পাতা চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছে। ডাইনোসরটার কোনো তাড়াহুড়া নেই, কোনো ব্যস্ততা নেই।

তিতু বলল, "এই ডাইনোসরটা অনেক সুইট। কেমন শান্ত শিষ্ট। কারো সাথে মারামারি করছে না।"

মিতু তার বই বের করে বইয়ের সাথে মিলিয়ে বলল, "এটার নাম ডিপলোডোকাস।"

তিতু বলল, "আমি এটাকে ডিপলু ডাকি?"

"ডাক।"

তিতু তখন ডাইনোসরটার কাছে দাড়িয়ে ডাকল, "ডিপলু! এই ডিপলু! এদিকে তাকাও।"

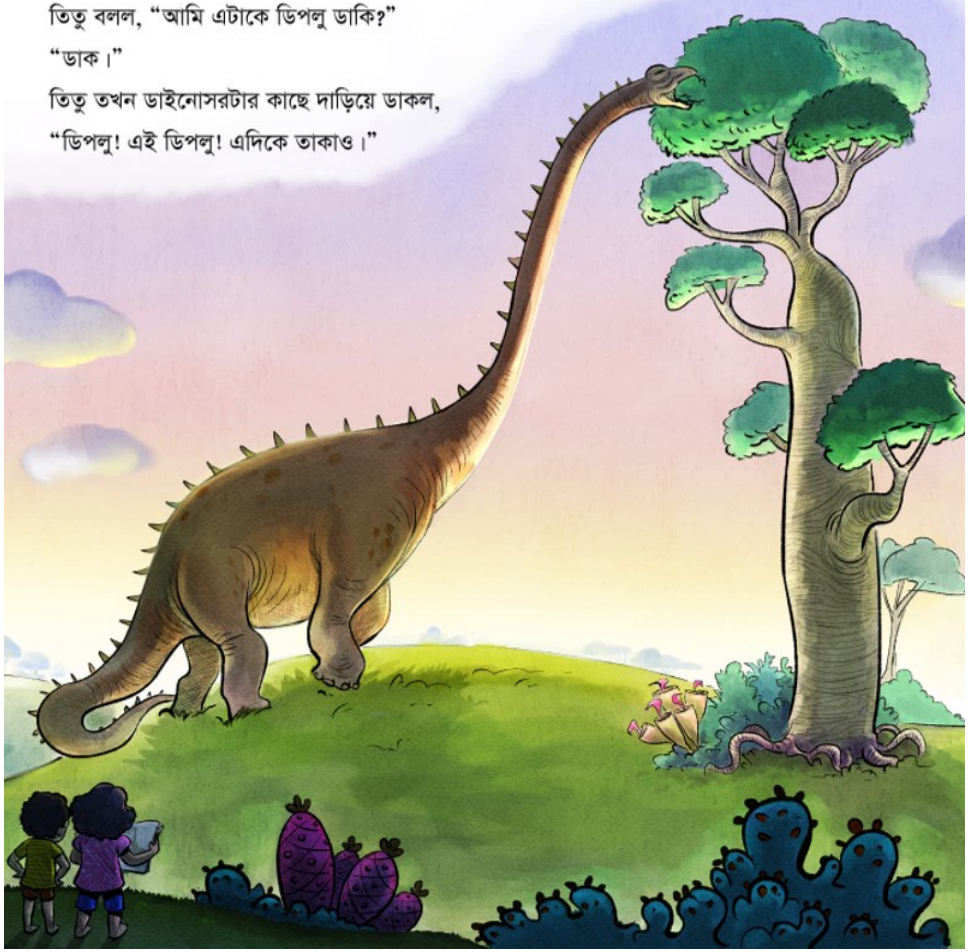

ডিপলু মনে হয় তিতুর গলা শুনতেই পেল না। সে আপন মনে খেতেই থাকল। মিতু বলল, "কানের কাছে না গিয়ে ডাকলে মনে হয় শুনবে না।" তিতু বলল, "ঠিক আছে, চল তাহলে তার পিঠের উপর উঠি।" তারপর তারা দুইজন ডিপলোডোকাসের লেজের উপর দিয়ে পিঠে উঠতে লাগল। লেজের উপর খাঁজ কাটা ছিল, তারা সেই খাঁজে পা দিয়ে তার উঠে যেতে থাকে। ডিপলোডোকাস আস্তে আস্তে তার লেজ নাড়ছিল তাই তাদের শক্ত করে লেজটা ধরে রাখতে হচ্ছিল যেন তারা পড়ে না যায়। শেষ পর্যন্ত যখন তারা ডিপলোডোকাসের পিঠের উপর উঠল তাদের মনে হল বুঝি তিন তলা বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠেছে। সেখান থেকে তিতু গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ডাকল, "ডিপলু। এই ডিপলু।"

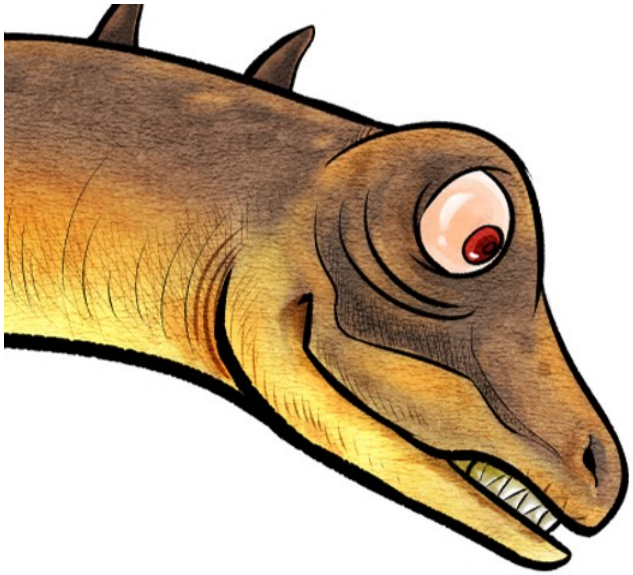

শেষ পর্যন্ড় ডিপলু তিতুর গলার স্বর শুনতে পেল, তখন খুব ধীরে ধীরে সে তার মাথাটা ঘুরিয়ে তিতু আর মিতুর কাছে এনে তাদের মনোযোগ দিয়ে দেখল। ডিপলুর মাথাটা আস্ড় একটা গাড়ীর সমান। চোখগুলো ফুটবলের মতন বড়। প্রথম প্রথম তিতুর একটু ভয় লাগছিল কিন্তু যখন দেখল ডিপলু খুবই শান্ড় শিষ্ট, শুধু তাদের তাকিয়ে দেখছে আর কিছুই করছে না, তখন তার একটু সাহস হল।

সে বলল, "ডিপলু আমি তিতু আর এ হচ্ছে আমার বোন মিতু।"

ডিপলু কিছু বুঝল কি না বোঝা গেল না, শুধু নাক দিয়ে তাদের উপর একটু গরম নিঃশ্বাস ফেলল।

তিতু তার পকেট থেকে একটা চকলেট বের করে ডিপলুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি এই চকলেটটা খেতে চাও?"

ডিপলু ঠিক বুঝতে পারছিল না চকলেট কী এবং সেটা দিয়ে কী করতে হয় তখন তিতু সেটা ডিপলুর মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করল। ডিপলু তখন হা করে তার জিব দিয়ে চকলেটটাকে মুখের ভিতর টেনে নিল, এতো বড় মুখের মাঝে সেই চকলেটটা মনে হল হারিয়েই গেল। কিন্তু চকলেটটা ডিপলুর পছন্দ হল বলে মনে হল। ডিপলু তখন গলা দিয়ে এক ধরণের শব্দ করল। মনে হল খুশী হওয়ার শব্দ।

ডিপলু আরো কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে থাকল, তারপর আবার খুব আস্ড়ে আস্ড়ে তার মাথাটা সরিয়ে গাছের উপর নিয়ে যায়, সেখান থেকে পাতা ছিড়ে ছিড়ে খেতে থাকে। বোঝাই যাচ্ছে তার বিশাল শরীর, অনেক খিদে। তাই অনেক্ষণ তাকে খেতে হয়।

মিতু বলল, "আয় তিতু নিচে নামি।"

তিতু বলল, "চল।"

তারপর তারা দুইজন লেজের খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে নিচে নেমে এল।

ডিপলুকে রেখে ওরা যখন হাঁটতে শুর্ করেছে, মাত্র অল্প কয়েক পা গিয়েছে তখন হঠাৎ করে মনে হল আশেপাশের ছোট বড় ডাইনোসরগুলো হঠাৎ দৌড়ে পালাতে শুর্ করেছে। মিতু আর তিতুর মনে হল মাটিতে তারা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে, কিছু একটা ছুটে এদিকে আসছে। ওরা বিকট একটা শব্দ শুনতে পেল আর দেখল দূর থেকে একটা ভয়ংকর ডাইনোসর তাদের দিকে ছুটে আসছে। তার মাথাটা অনেক বড়, মুখটা হা করে রেখেছে সেখান থেকে বড় বড় ধারালো দাঁতের ফাক দিয়ে লকলকে জিব বের হয়ে আসছে।

মিতু চিৎকার করে বলল, "সর্বনাশ! টি-রেক্স। পালা তিতু পালা। এক্ষুনি টাইম মেশিনে উঠতে হবে।"
মিতু আর তিতু তখন গাছের নিচে রাখা তাদের টাইম মেশিনের দিকে ছুটতে থাকে। কিন্তু টি-রেক্সটা তাদের দেখে ফেলেছে, সে তার বিশাল মাথা নাড়তে নাড়তে মুখ হা করে প্রায় তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। মিতু তখন লাফ দিয়ে টাইম মেশিনের ভিতর থেকে তাদের মারাত্মক অস্ত্রটা হাতে নিয়ে নেয়। টি-রেক্সটা যখন তাদের কামড় দেওয়ার জন্য মাথাটা নামিয়েছে তখন মিতু তার মারাত্মক অস্ত্রটা ঘুরিয়ে তার মুখে মারল।

মার খেয়ে টি-রেক্টা তখন মাথা ঘুরে নিচে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু কোনোমতে নিজেকে সামলে নিল। তারপর ভয়ংকর গর্জন করে আবার তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল। মিতু তার মারাত্মক অস্ত্রটা দিয়ে আবার টি-রেক্টার মুখের মাঝে মারল আর তখন টি-রেক্টা ধরাম করে নিচে পড়ে গেল। টি-রেক্টা হাচড় পাচড় করে কোনোভাবে তার পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দাড়াল। মুখ হা করে যখন টি-রেক্টা আবার তাদের দিকে এগিয়ে আসছে, মিতু তখন আবার সেটাকে তার মারাত্মক অস্ত্রটা দিয়ে মারার চেষ্টা করল তখন হঠাৎ করে হাত থেকে অস্ত্রটা ছুটে গেল।

তিতু কাছেই ছিল, সে লাফ দিয়ে অস্ত্রটা ধরে ফেলল তারপর দুম দুম করে টি-রেক্সের মুখের মাঝে সেটা দিয়ে মারতে থাকে। মারাত্মক অস্ত্রটা ফেটে তার ভেতর থেকে তূলা বের হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। টি-রেক্টা আর সহ্য করতে পারল না, ধরাম করে নিচে পড়ে গেল।
মিতু বলল, "ভেরি গুড তিতু। তুই না থাকলে আজকে বিপদই হতো।"
তিতু বলল, "ভাগ্যিস তুমি এই ভয়ংকর অস্ত্রটা এনেছিলে, তাই আমরা টি-রেক্সকে শায়েস্তা করতে পেরেছি।"
মিতু বলল, "টি-রেক্টা মনে হয় একটু পরে আবার জেগে উঠবে। চল আমরা যাই।"
তিতু বলল, "হ্যাঁ বেশি দেরী করলে আবার আম্মু দুশ্চিন্তা করতে পারে।"

দুইজন তখন তাদের ভয়ংকর অস্ত্রটা নিয়ে টাইম মেশিনে উঠে বসল। উপরে উঠার সুইচটা টিপে দিতেই সেটা শব্দ করে উপরে উঠতে শুরু করল।

মিতু বলল, "যখন বাসায় গিয়ে বলব যে আমরা ডাইনোসর দেখে এসেছি তখন কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।"
তিতু বলল, "হ্যাঁ, আম্মু বলবে আমরা বানিয়ে বানিয়ে বলছি।"
মিতু বলল, "একটা ক্যামেরা নিয়ে আসা উচিৎ ছিল। ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে নিয়ে গেলে কেউ আর অবিশ্বাস করতো না।"
তিতু হঠাৎ করে চোখ বড় বড় করে বলল, "একটা কাজ করলে কেমন হয়, আপু?"
"কী কাজ?"
"আমরা এখান থেকে ছোট একটা ডাইনোসরের বাচ্চাকে নিয়ে যাই না কেন? তাহলে কেউ আর অবিশ্বাস করবে না।"
মিতু হাতে কিল দিয়ে বলল, "গুড আইডিয়া।"

তখন টাইম মেশিনটা তারা আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে একটা ডাইনোসরের বাচ্চা খুঁজতে থাকে। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ করে দেখল একটা জায়গায় ঝোপের ভেতর কয়েকটা বড় বড় ডিম। একটা ডিম ফুটে মাত্র একটা বাচ্চা ডাইনোসর বের হয়েছে। মা ডাইনোসরটা পাশে আরামে শুয়ে শুয়ে ঘুমাচ্ছে।

মিতু তখন টাইম মেশিনটা নিচে নামিয়ে আনল। তারপর দুইজন টাইম মেশিন থেকে নেমে পা টিপে টিপে এগিয়ে যায়। ঝোপের কাছে গিয়ে তিতু ডাইনোসরের বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে দিল দৌড়। বাচ্চা ডাইনোসোরটি কোঁ কোঁ করে শব্দ করতে থাকে, এই শব্দ শুনে মা ডাইনোসরটির ঘুম ভেঙ্গে যায়। সেটি তখন পাগলের মত মিতু আর তিতুর পিছু পিছু ছুটে আসতে থাকে। মিতু আর তিতু খুব তাড়াতাড়ি দৌড়িয়ে এসে লাফ দিয়ে তাদের টাইম মেশিনে উঠে গেল। মিতু তাড়াতাড়ি উপরে উঠার সুইচটা টিপে দিল আর সাথে সাথে টাইম মেশিনটা শোঁ শোঁ করে উপরে উঠে গেল। মা ডাইনোসরটা আর তাদের ধরতে পারবে না।

তিতু ছোট বাচ্চা ডাইনোসরটাকে আদর করতে থাকে কিন্তু বাচ্চা ডাইনোসরটা কান্নার মত শব্দ করতে থাকে, তিতুর হাত থেকে ছুটে নিচে লাফিয়ে পড়তে চায়। তিতু তাকে ধরেই রাখতে পারে না।

মিতু দেখলো মা ডাইনোসরটাও উপরের দিকে তাকিয়ে কান্নার মত শব্দ করছে। তার বাচ্চাকে নিয়ে গেছে সেজন্যে মা ডাইনোসরটা একেবারে অস্থির হয়ে গেছে।

মিতু বলল, "কাজটা ঠিক হচ্ছে না।"

তিতু জিজ্ঞেস করল, "কোন কাজটা ঠিক হচ্ছে না?"

"এইযে আমরা বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছি। এভাবে নেওয়া ঠিক হবে না। মা ডাইনোসোরটা কত কাঁদছে দেখেছিস?"

তিতু বলল, "চল, বাচ্চাটা ফিরিয়ে দিয়ে আসি।"

মিতু বলল, "হ্যাঁ। আয় বাচ্চাটাকে ফিরিয়ে দেই।"

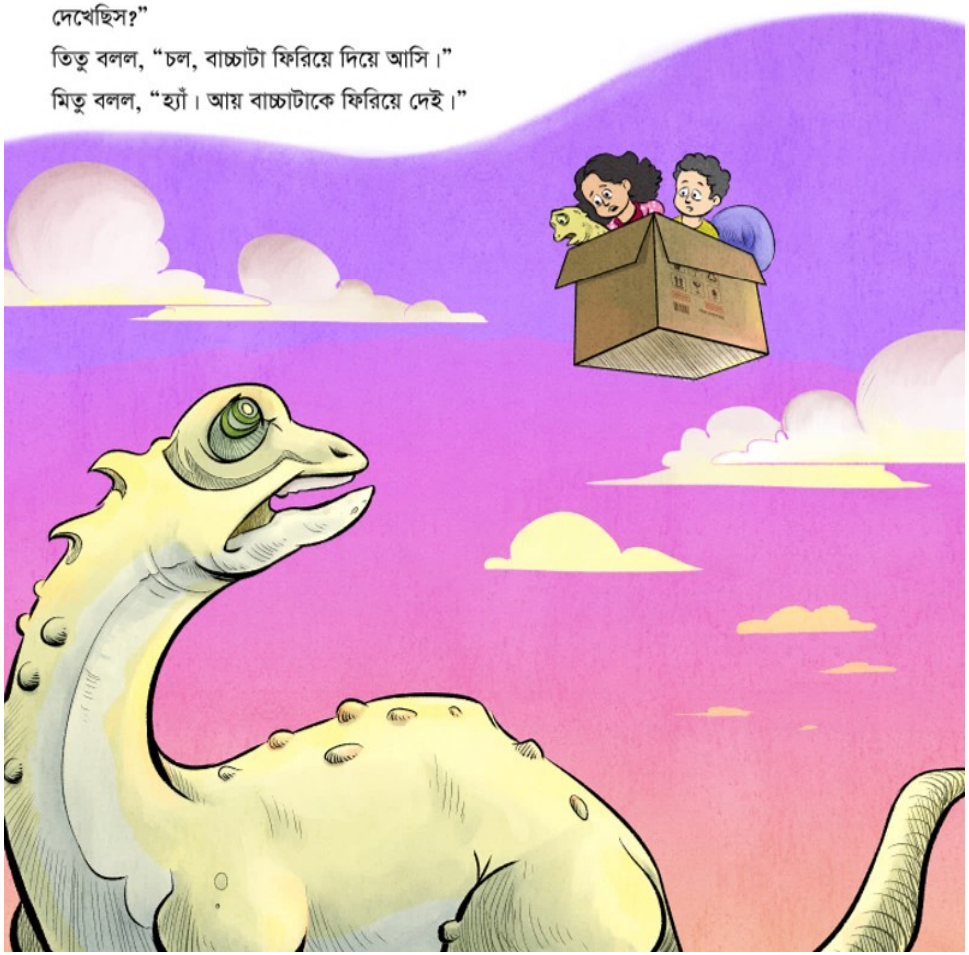

তখন তারা টাইম মেশিনটাকে নিচে নামিয়ে এনে বাচ্চা ডাইনোসরটাকে নামিয়ে দিল। বাচ্চাটা তখন দৌড়াতে দৌড়াতে তার মায়ের কাছে হাজির হল। মা ডাইনোসর ছুটে এসে বাচ্চাটাকে জাপটে ধরে তাকে জিব দিয়ে চেটে চেটে তাকে আদর করত লাগল।

মিতু বলল, "আয় এখন ফিরে যাই।"

"চল আপু। বেশি দেরী হলে আম্মু দুশ্চিন্ড্র করবে।"

মিতু বলল, "হ্যাঁ। চল। টাইম মেশিনটা শক্ত করে ধরে রাখ, আমি এখন লক্ষ কোটি বছর সামনে চলে যাব।"

"ঠিক আছে আপু। কোনো ভয় নাই।"

মিতু সুইচটা টিপে দিতেই টাইম মেশিনটা ভয়ংকর গর্জন করে চালু হয়ে যায়। পিছন থেকে লাল আগুন আর কালো ধোঁয়া বের হতে থাকে। টাইম মেশিনটা শন শন করে ঘুরপাক খেতে থাকে, চারপাশের সবকিছু ছিটকে ছিটকে পড়তে থাকে তার প্রচণ্ড শব্দে মনে হলো বুঝি কানের পর্দা ফেটে যাবে। মিতু আর তিতু দুই হাত দিয়ে কান ধরে রাখল। তাদের মনে হল সামনে একটা সুড়ুঙ্গ আর টাইম মেশিনটা ঘুরপাক খেতে খেতে সেই সুড়ুঙ্গের ভিতর ঢুকে গেল। তাদের মনে হল তারা পড়ে যাচ্ছে, ভয় পেয়ে তারা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকে তখন হঠাৎ করে তারা ধপ করে তাদের ঘরের ভিতর এসে পড়ল।

মিতু আর তিতু দেখলো, আম্মু তাদের ঘরের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে বলছেন, "কী হলো? তোরা এতো জোরে চিৎকার করছিস কেন? কী হয়েছে?"

তারপর ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে বললেন, "কী সর্বনাশ! ঘরের এই অবস্থা কেন? সবকিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে! বালিশ ফেটে তুলা বের হয়ে এসেছে, ব্যাপারটা কী?"

তিতু বলল, "আম্মু তুমি বিশ্বাস করবে না কী হয়েছে। আমারা ডাইনোসোর দেখতে গিয়েছিলাম।"

আম্মু বললেন, "আমার বিশ্বাস করার দরকার নেই। দুজনে মিলে ঘরটা আগে পরিস্কার কর দেখি।"

মিতু বলল, "আম্মু তুমি শুনলে আসলেই বিশ্বাস করবে না। আমরা নিজের চোখে ডাইনোসর দেখে এসেছি। ট্রাইসেরাটপস আর ডিপলোডোকাস।"

তিতু বলল, "আমরা নাম দিয়েছি ডিপলু। তার সাথে টি-রেঙ। কী ভয়ংকর ছিল টি-রেঙ তুমি না দেখলে বিশ্বাস করবে না।"

আম্মু বললেন, “অনেক হয়েছে। আমার বিশ্বাস করার দরকার নাই। এখন ঘরটা পরিস্কার করে হাতমুখ ধুয়ে খেতে আয়।”

আম্মু চলে যাবার পর তিতু বলল, “আম্মু আমাদের কথা বিশ্বাস করে নাই।”

মিতু বলল, “আমি বলেছিলাম না, কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না?”

তিতু বলল, “না করলে নাই। তুমি আর আমি তো জানি আসলে কী দেখেছি। তাই না?”

“তা ঠিক, আমরা তো জানি আমরা কী দেখেছি, আর কী করেছি!”

তারপর দুইজন তাদের ঘরটা পরিস্কার করতে শুর“ করে। অনেক্ষন লাগল ঘর পরিস্কার করতে!